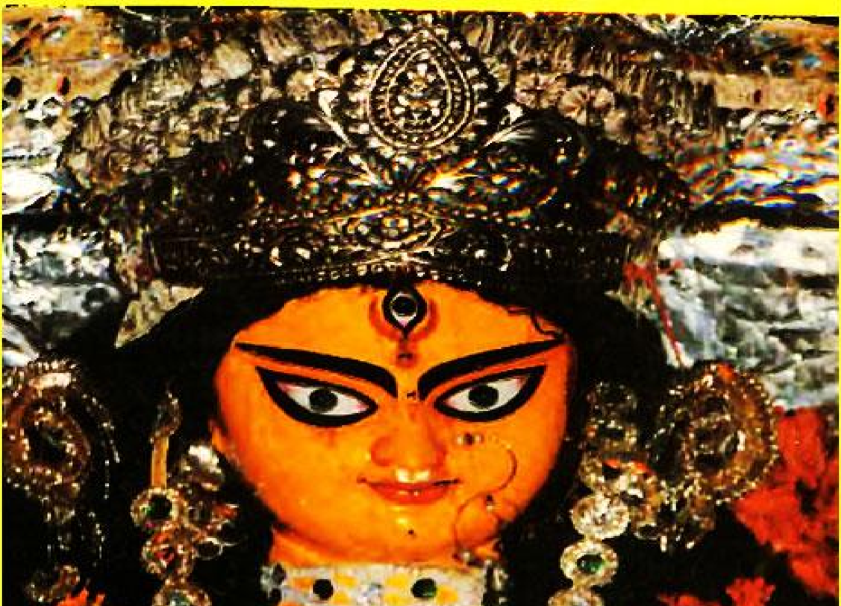
পৌরাণিক কাহিনী

পৌরাণিক কাহিনী

দেবী দুর্গা



পৌরাণিক কাহিনী

দেবী দুর্গা

প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ ডি লিট

ইমেজ বুকস্

দেবী দুর্গা পরমেশ্বরী আদ্যাশক্তিরূপে পূজিতা হন। দুর্জনের ধ্বংস এবং ধর্মকে রক্ষা করতে তিনি যুগে যুগে পৃথিবীতে আবির্ভূতা হন। তিনি সর্বশক্তিময়ী, সর্বত্র বিরাজমানা এবং মনুষ্যজীবনে সর্বসম্পদদাত্রী।

ইমেজ বুক্‌স

Illustrated by Dipak Guha Thakurta
Lay-out by Balai Ghosh

Printed by Lalchand Roy & Co. (P) Ltd., Calcutta

দশ টাকা



ক্ষত্রিয় রাজা সুরথের শত্রু বর্বর কোল রাজন্যবর্গ তাঁর রাজত্ব কেড়ে নিয়ে তাঁকে তাঁর রাজ্য থেকে বিতাড়িত করল।

বৈশ্য নামক একজন সাধারণ গৃহবাসীকেও তাঁর স্ত্রী, পুত্র এবং স্বজনেরা তাঁর সব ধন-সম্পদ কেড়ে নিয়ে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিল।

একদিন বনের মধ্যে মেধস নামে একজন জ্ঞানী ঋষির সঙ্গে এই দুজনের দেখা হল। তাঁদের দুঃখের কথা শুনে, মেধস মুনি দেবী দুর্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা করে, দেবীর পূজো করতে তাঁদের উপদেশ দেন। তিনি বললেন যে, দেবীর পূজো করলে তাঁর কৃপায় তাঁদের সব দুঃখ-দুর্দশা দূর হয়ে যাবে।



সেই কথা শুনে, সুরথরাজা এবং বৈশ্য একটি নদীর তীরে বসে, মহাদেবী দুর্গার একটি মূর্তি গড়ে, ফুল, ফল, ধূপ, বাতি ইত্যাদি সহকারে, শ্রীশ্রী চণ্ডীর পবিত্র মন্ত্র পাঠ করে ভক্তিভরে দেবীর পূজো করেন।



দেবী দুর্গা তাঁদের পূজোয় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের সামনে আবির্ভুতা হয়ে বর দান করতে চাইলেন।

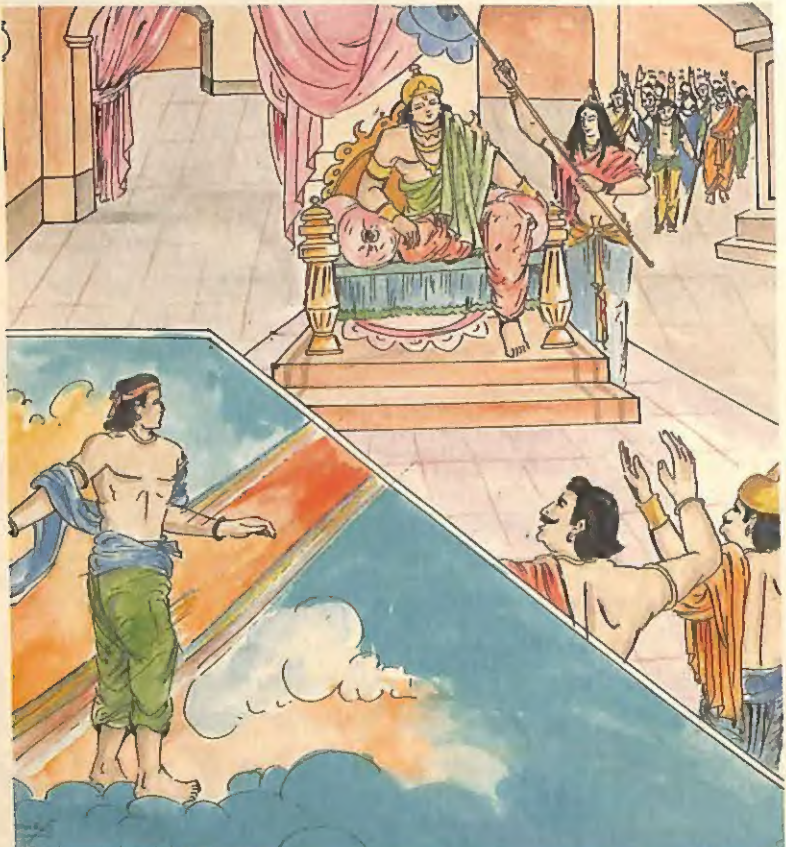
তখন সুরথরাজা প্রার্থনা করলেন, যাতে তিনি শত্রুশক্তি ধ্বংস করে তাঁর হৃত রাজ্যের পুনরূদ্ধার করতে পারেন, এবং পরজন্মে সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন সম্রাট হতে পারেন।

বৈশ্য প্রার্থনা করলেন, যাতে তিনি এমন জ্ঞানের অধিকারী হন, যা তাঁর স্বার্থান্বেষী প্রবৃত্তিগুলোকে ধ্বংস করে তাঁকে মুক্তির পথের নির্দেশ দেয়।

মহাদেবী দুর্গা 'তথাস্তু' বলে অদৃশ্য হলেন।

তাঁর বরে সুরথরাজা তাঁর রাজ্য ফিরে পেলেন, এবং পরজন্মে তিনি সূর্য-পুত্র সাবর্ণিমুনি হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। এবং বৈশ্যও মুক্তিলাভ করলেন।

দেবী দুর্গার যে মাহাত্ম্যপুর্ণ কাহিনী মেধস ঋষি সুরথরাজা এবং বৈশ্যকে শুনিয়েছিলেন, তা মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত হয়েছে।





কাহিনীটি এইরূপ ঃ

দানবরাজা মহিষাসুরের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা তাকে বর দিতে চাইলেন। মহিষাসুর বলল, "হে প্রভু, আপনি আমাকে অমরত্ব দিন।"

ব্রহ্মা বললেন, "তা কি করে হবে ? জন্মালে, মরতে হবে। এই হল জগতের নিয়ম। তুমি বরং অন্য কোন বর চাও।"

কিন্তু দুষ্ট দৈত্য অন্য কিছু চাইতে নারাজ হল। পরে, অনেক ভেবে সে স্থির করল যে, নারীজাতি স্বভাবতঃ পুরুষের চেয়ে দুর্বল। এই জগতের কোন নারী নিশ্চয়ই তাকে বধ করতে পারবে না। সুতরাং সে তার প্রার্থনাটা একটু অদল-বদল করে পেশ করল, "প্রভু, আমাকে এমন বর দিন যে, কোন নারীর হাতে ছাড়া যেন আমার মৃত্যু না ঘটে।"

ব্রহ্মা বর দিতে চেয়ে সমস্যায় পড়ে গেলেন। দৈত্যের পরের প্রার্থনাটি শুনে, তিনি 'তথাস্তু' বলে অন্তর্ধান হলেন।

দুর্বৃত্ত দৈত্যরাজ মহিষাসুর ব্রহ্মার বরে বলীয়ান হয়ে, তার বিপুল দানবসৈন্য নিয়ে স্বর্গরাজ্যে দেবতাদের আক্রমণ করল। সে

দেবরাজ ইন্দ্রের সিংহাসন দখল করতে চাইল। দেবতারা স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে ছুটতে ছুটতে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব—এই ত্রিমূর্তির সামনে গিয়ে সব কথা নিবেদন করলেন, এবং করজোড়ে প্রার্থনা করে বললেন, "প্রভুগণ, দুর্বৃত্ত দানবদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করুন!"

প্রসীদ ভগবত্যম্ব প্রসীদ ভক্তবৎসলে।
প্রসাদং কুরু সে দেবি দুর্গে দেবি নমোহস্তুতে।।





দেবতাদের দুর্দশার কথা শুনে, বিষ্ণুর ক্রোধ-যুক্ত আরক্ত মুখ থেকে মহাতেজোরশ্মি বিকীর্ণ হল। অনুরূপ মহাতেজোরশ্মি ব্রহ্মা এবং শিবের ক্রুদ্ধ মুখ থেকেও নির্গত হল। অন্যান্য দেবগণের শরীর থেকেও তেজোরশ্মি নির্গত হল। তখন সর্ব দেবদেহনির্গত সেই


Dipak

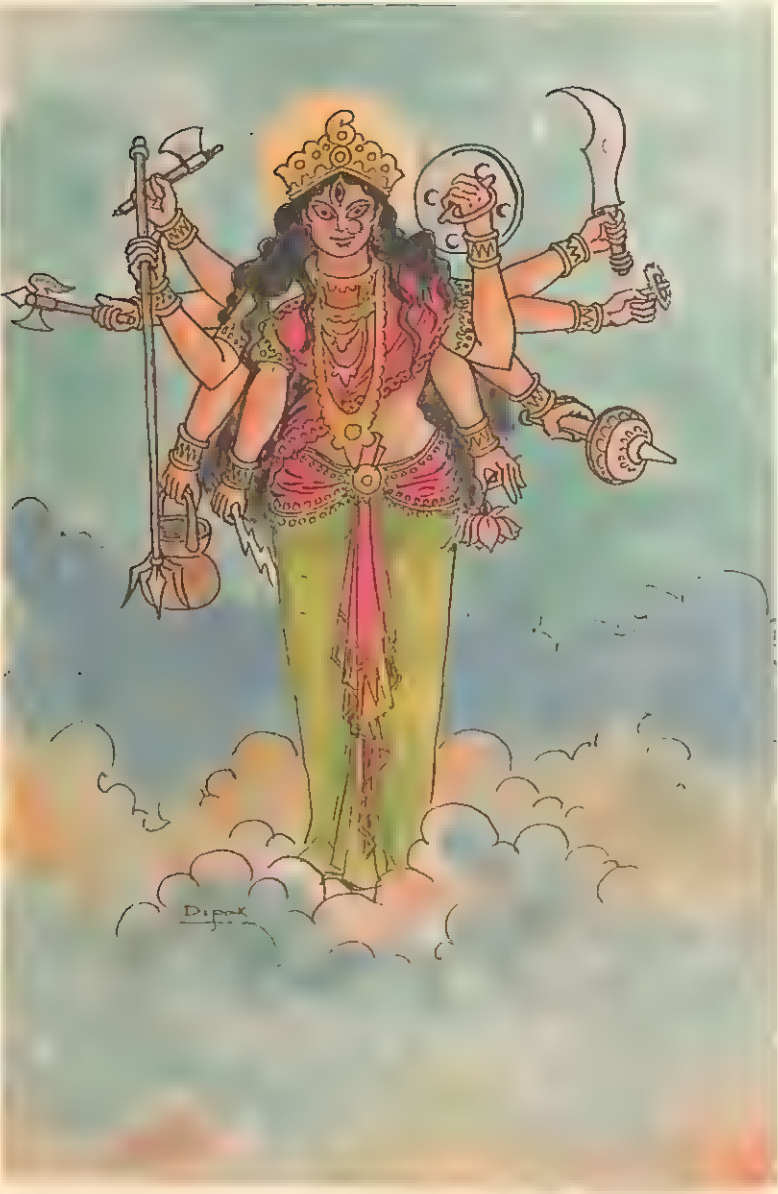
বিরাট তেজোরশ্মি একত্রে মিলিত হয়ে সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে আলোকিত করে এক অতীব সুষমাময়ী নারীরূপ ধারণ করল।

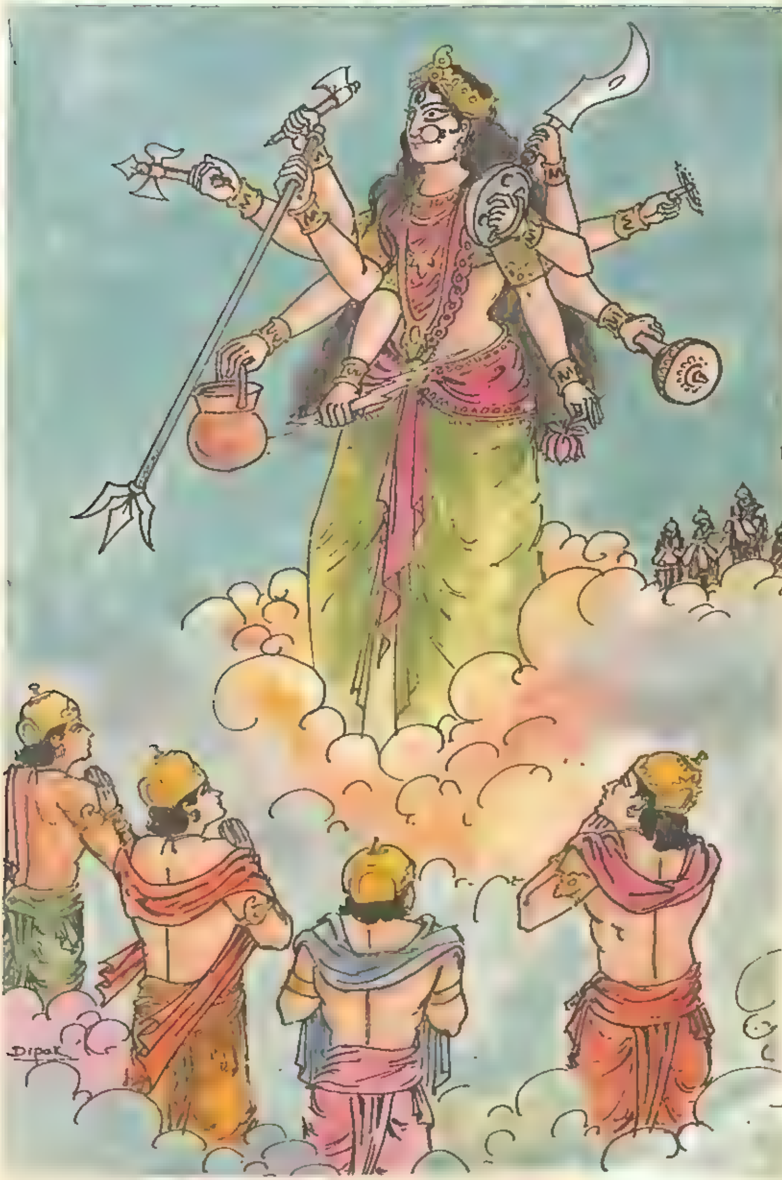
শিবের তেজোরশ্মির দ্বারা সেই নারীমূর্তির মুখমণ্ডল, যমের তেজে কেশ, এবং বিষ্ণুতেজে বাহুগুলি গঠিত হল। চন্দ্রতেজে স্তনযুগল, ইন্দ্রতেজে মধ্যদেশ, বরুণের তেজে জঙ্ঘা ও উরু, এবং পৃথিবীর তেজে নিতম্ব গঠিত হল। ব্রহ্মার তেজে আঙুলগুলি, কুবেরের তেজে নাক, প্রজাপতির তেজে দাঁতগুলি, এবং অগ্নির তেজে তিনটি চক্ষু উৎপন্ন হল। ঊষালোক ও সন্ধ্যালোকের স্নিগ্ধতায় তাঁর ভ্রূযুগল, এবং বায়ুর তেজে দুটি কান গঠিত হল। এইভাবে সকল দেবতাদের সম্মিলিত তেজের দ্বারা একটি প্রকৃত প্রাণবতী দেবীমূর্তির সৃষ্টি হল।

সেই অনন্যসুন্দরী দেবীকে শিব তাঁর শূল দান করলেন। বিষ্ণু দিলেন একটি চক্র। বরুণ দিলেন শঙ্খ। অগ্নিদেব দিলেন ক্ষেপণাস্ত্র। বায়ু দিলেন ধনুক এবং বাণপূর্ণ দুটি তূণ। দেবরাজ ইন্দ্র দিলেন বজ্র। এবং ঐরাবত দিলেন একটি ঘন্টা। যম দিলেন দণ্ড। জলাধিপতি বরুণ দিলেন পাশ। এবং প্রজাপতি দিলেন রুদ্রাক্ষের মালা ও কমণ্ডল্যু।

দেবীর সব রোমকূপে সূর্যদেব দিলেন নিজের কিরণ; কাল দিলেন খড়্গ এবং ঢাল। ক্ষীরসমুদ্র দিলেন উজ্বল হার, চিরন্তন বস্ত্র, দিব্য চূড়ামণি, দুটি কুন্তল, বালাগুলি, কণ্ঠে অর্ধচন্দ্রাকৃতি অলঙ্কার, সকল বাহুতে কেয়ূর, পায়ে নূপুর, এবং সকল আঙুলে মণি-খচিত অঙ্গুরীয়।

মহিষাসুর-নিণাশি-বিধাত্রি বরদে নমঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥


Dipak


Dipak



বিশ্বকর্মা দিলেন ধারাল কুঠার ; নানারকমের অস্ত্র এবং অভেদ্য বর্ম ; দেবীর মাথায় ও গলায় সমুদ্রদেব পরিয়ে দিলেন অম্লান পদ্মের মালা ; এবং হাতে দিলেন একটি পদ্ম।

পর্বতরাজ হিমালয় দেবীকে দিলেন নানাবিধ রত্ন এবং তাঁর বাহন একটি তেজস্বী সিংহ। ধনাধিপতি কুবের সর্বদা অমৃতপূর্ণ একটি পাত্র দিলেন। ধরিত্রীধারী সর্পরাজ শেষনাগ দিলেন রত্ন-ভূষিত একটি নাগহার ।

এইরূপে দেবগণ কর্তৃক প্রদত্ত বিবিধ অস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিতা এবং নানা অলঙ্কারে বিভূষিতা দেবী ত্রিভুবনে পূজিতা হলেন, এবং ঋষিগণের স্তব-স্তুতিতে স্বর্গ-মর্ত মুখরিত হয়ে উঠল। সিংহবাহিনী দেবী দুর্গার মুহুর্মুহুঃ হুঙ্কার ও ভয়ানক অট্টহাসি তখন আকাশে প্রতিধ্বনিত হয়ে, ত্রিলোক বিদীর্ন, পর্বতরাজি কম্পিত এবং সমুদ্রসমূহকে আন্দোলিত করল। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে এইরকম আকস্মিক বিশৃঙ্খলায় শঙ্কান্বিত মহিষাসুর এবং তার দুর্ধর্ষ দৈত্যসেনারা যুদ্ধের উদ্যোগে ব্যস্ত হল। এমন সময় তারা অপূর্ব বিস্ময়ে দেখতে পেল যে, মহাদেবীর বিপুল দেহে স্বর্গ-মর্ত-পাতাল ব্যাপ্ত—তাঁর পদতল ধরিত্রীর বুকে, তাঁর মাথার মুকুট আকাশ স্পর্শ করেছে, এবং তাঁর দশ হাত দশ দিকে বিস্তারিত।

তারিণি দুর্গ-সংসার-সাগরস্যাচলোদ্ভবে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥


Dipak



তখন দেবী মহাবিক্রমে তাঁর নানাবিধ শক্তিশালী অস্ত্র নিক্ষেপ করে অসুরবাহিনীকে আক্রমণ করলেন ; এবং সেইসব অস্ত্র-শস্ত্রের উজ্বল আলোয় দশ দিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।


Dipak

চিকাসুর (চিক্ষুর) ও চামর নামক দুই বলীয়ান দানব সেনাপতি এবং উদগ্র ও মহাহনু নামক অপর দুই সেনাধ্যক্ষের অধীনে চারটি বাহিনীতে বিভক্ত এক কোটি ষাট লক্ষ রথারোহী দানবসৈন্যকে দেবী দুর্গা তাঁর নানাবিধ অস্ত্র-প্রয়োগে ধ্বংস করলেন।

দানব সেনাপতি অসিলোমের অধীনে পঞ্চাশ কোটি রথারোহী সৈন্য, সেনাপতি বাস্কলের অধীনে ছয় কোটি সৈন্য, এবং সেনাপতি পরিবারিতার বাহিনীতে হাজার হাজার হাতি, তীরন্দাজ এবং রথারোহী, সেনাপতি বিড়ালাক্ষের অধীনে পঞ্চাশটি রথারোহী ও তীরন্দাজ বাহিনী ছিল। প্রবল পরাক্রমে ত্রিনয়না পরমেশ্বরী দুর্গা সহস্র ভীষণ মূর্তি ধারণ করে একযোগে তাদের সকলকেই খণ্ড-বিখণ্ড করে ধ্বংস করলেন।

যখন দানবরাজ মহিষাসুর দেখল যে, তার প্রধান প্রধান সেনাপতিগণ এবং প্রভূত বলশালী দানবসৈন্যেরা দেবী দুর্গার অস্ত্রের সামনে সহজেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হল, তখন নিজের কোটি কোটি সৈন্যের বিরাট বাহিনী নিয়ে সে এক প্রকাণ্ড মহিষরূপ ধারণ করে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হল। তার সৈন্যেরা গদা, তরবারি, কুঠার, শূল, তীক্ষ্ণ তীর ইত্যাদিতে সুসজ্জিত। কিন্তু দেবী শত্রু-সৈন্যদের সব অস্ত্র-শস্ত্র ছিন্ন-ভিন্ন করে প্রবল যুদ্ধে সব সেনাদের ধ্বংস করলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে হাতি, ঘোড়া, এবং দানবসৈন্যের রক্তের ধারা নানা দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে রক্তের নদী বয়ে গেল।

দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যং দেহি দেবি পরং সুখম।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।।


Dipak


Dipak



এবার মহিষাসুর দেবী দুর্গার মুখোমুখি হয়ে তার সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করতে লাগল। শক্তিশালী সিংহরূপী দৈত্য বারবার গর্জন করতে লাগল। দেবীর আরাধনায় মগ্ন দেবতাগণ এবং ঋষিগণ স্বর্গে-মর্তে বারবার শঙ্খধ্বনি করতে লাগলেন। যুদ্ধ-দামামার

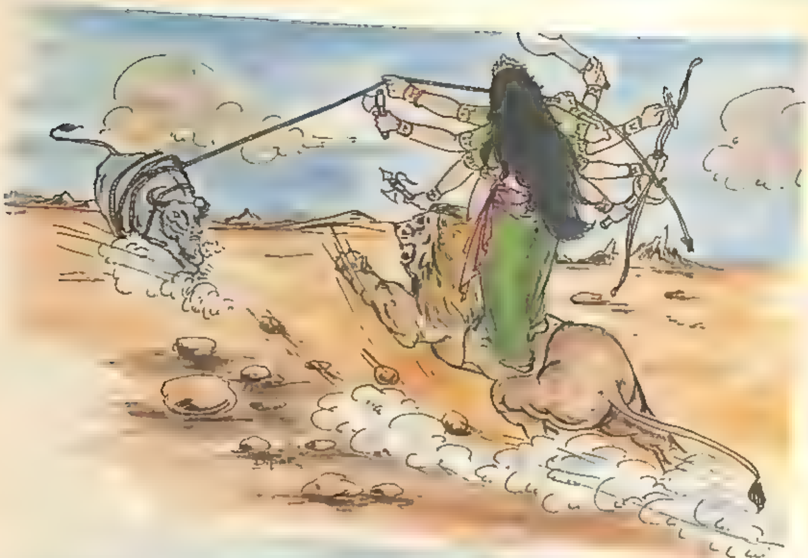


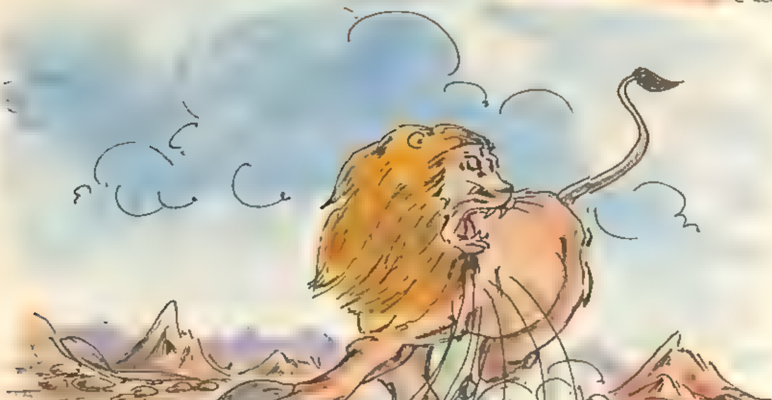
তালে তালে দেবী শত্রুর প্রতি অসংখ্য মারাত্মক অস্ত্র বর্ষণ করতে থাকলেন। এবং অচিরেই মহাদেবী তাঁর তীক্ষ্ণ তরবারি দিয়ে সিংহরূপী দৈত্যের মাথাটি কেটে ফেললেন।





প্রকাণ্ড মহিষরূপী অসুর দেবীর সিংহকে আক্রমণ করলে, দেবী ক্রুদ্ধ হলেন। মহিষ তার ক্ষুরের আঘাতে ভূমি বিদীর্ণ করে এবং তার দুটি শিঙের দ্বারা পর্বতগুলি নিক্ষেপ করে গর্জন করতে থাকল। সে





Dipak



সে তার তীক্ষ্ণ দন্তযুক্ত চোয়াল দিয়ে কামড়াতে, এবং দীর্ঘ লেজের দ্বারা আঘাত করতে চেষ্টা করল। তখন দেবী পাশ নিক্ষেপ করে, সেই মহাসুরকে বেঁধে ফেললেন। কিন্তু বাঁধা পড়ায়, সেই মহাসুর মহিষের রূপ ত্যাগ করে সিংহের রূপ নিল। তার সব সৈন্য, অশ্ব, হস্তি ইত্যাদি ধ্বংস হওয়ায় সে শত্রুকে বিনাশ করার জন্যে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। দেবী সেই সিংহরূপী অসুরের মুণ্ডটা কেটে ফেললেন।

কিন্তু পরমুহূর্তেই সেই শক্তিশালী দৈত্য এক বিরাটাকৃতিবিশিষ্ট হাতির মূর্তি ধারণ করে তার শুঁড় দিয়ে দেবীর সিংহকে আকর্ষণ করতে লাগল। দেবী তখন তাঁর ধারাল খড়্গ দিয়ে হাতির লম্বা শুঁড়টি কেটে ফেললেন।





দেবী দুর্গা হাজার হাজার মারাত্মক অস্ত্র সেই দুর্দান্ত হাতির ওপর প্রয়োগ করলে, দৈত্যরাজ মহিষাসুর নিজমূর্তি ধারণ করল।



জগদ্ধাত্রী পরমেশ্বরী দেবী তখন তাঁর ভাণ্ড থেকে অমৃত পান করে, ক্রোধে রক্তবর্ণচক্ষুর দৃষ্টিতে হুঙ্কার দিয়ে দুর্দম মহিষাসুরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার কাঁধের ওপর পা রেখে, এক হাতে তার বুকে শূল বিঁধিয়ে দিলেন, এবং অপর একটি হাতে তাঁর ধারাল খড়্গ দিয়ে দৈত্যের মুণ্ডটা কেটে ফেললেন। বিকট আর্তনাদে সেই প্রকাণ্ড শক্তিশালী দৈত্যরাজ লুটিয়ে পড়ল।



তখন স্বর্গে দেবতারা এবং মর্তে ঋষিগণ মহাদেবী দুর্গার স্তবগানে মগ্ন হলেন। গন্ধর্বগণের সঙ্গীতে এবং অপ্সরাদের নৃত্যে স্বর্গপুরী আবার মুখরিত হয়ে উঠল।

দেবী দুর্গা তখন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে দেবতা ও মনুষ্যগণ কর্তৃক মহাসমারোহে পূজিতা হলেন।

“অন্যান্য বই”
শ্রীকৃষ্ণ
শিব এবং সতী
মীরাবাঈ
রাজা হরিশচন্দ্র
কালিদাসের শকুন্তলা
এবং
আরও অনেক বই
বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত

ইমেজ বুক্‌সের প্রকাশিত বইগুলি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে সহজ ভাষায় লেখা।

বিনামূল্যে ইমেজ বুক্‌সের প্রকাশিত পুস্তক-তালিকার জন্যে লিখুনঃ **ইমেজ বুক্‌স**
এ-৩/১০-এইচ্ স্যর উইলিয়াম জোনস্ সরণী কলকাতা ৭০০ ০৭১

